60

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 05 NOV 1997
পৃষ্ঠা ২১ কলাম ২

ক্যাম্পাসে চাপা উত্তেজনা

শামীম দু'দিনের রিম্যান্ডে ॥ অছাত্রকে ছাত্রলীগের রাজনীতি করতে দেয়া হবে না

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল দখলে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতারকৃত ছাত্রলীগ (শো-পা) নেতা শামীম আহমেদকে দু'দিনের রিম্যান্ডে নেয়া হয়েছে। ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রিত আটটি হলের ছ'টি হল তারই সমর্থক ক্যাডার বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এদিকে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি মঙ্গলবার এক বৈঠকে কোন অছাত্রকে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের রাজনীতি করতে না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ক্যাম্পাসে এখনও চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। খুব শীঘ্রই ছাত্রলীগে শুদ্ধি অভিযান শুরু হবে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। অস্ত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িত সকলকে গ্রেফতার করা হবে বলে সূত্র জানিয়েছে।

গত সোমবার সন্ধ্যায় ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত ছাত্রলীগ নেতা শামীম আহমেদ বিনাযুদ্ধে জহুরুল হক হল দখলে নেয়। এরপর আরও পাঁচটি হলের ক্যাডাররা তাকে সমর্থন জানায়। হল দখলের ঘণ্টাখানেকের মধ্যে গোয়েন্দা পুলিশ তাকে হল থেকে বাইরে ডেকে নিয়ে গ্রেফতার করে। মঙ্গলবার কোর্টে হাজির হলে গোয়েন্দা পুলিশ শামীম আহমেদের সাত দিনের রিম্যান্ড দাবি করে। তার বিরুদ্ধে কোন মামলা না থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় হল দখল, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকার সন্দেহে গোয়েন্দা পুলিশ রিম্যান্ড দাবি করে।

আদালত ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারায় তাকে দু'দিনের রিম্যান্ডে পাঠায়। এদিকে শামীম আহমেদের অনুপস্থিতিতেও ছ'টি হলে তার সমর্থক ক্যাডারদের শক্তিশালী অবস্থান রয়েছে।

ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রিত হলগুলোর মধ্যে জহুরুল হক, মহসিন, এফ রহমান, এসএম হলে শামীম আহমেদের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব হলের ক্যাডারদের সঙ্গে কথা বললে তারা জানায়, আমরা পূর্বের অছাত্র ক্যাডারদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পেয়েছি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হওয়ার আমরা শামীম আহমেদকে নিয়ে রাজনীতি করতে চাই। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ায় ন'বছর পরেও শামীম আহমেদ বাংলা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। সূর্যসেন এবং জগন্নাথ হলের ক্যাডাররাও তাকে সমর্থন করেছে। তবে এই দু'হলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বলেছেন ভিন্ন কথা। তাঁরা বলেন, 'আমরা আমাদের হল দু'টিতে কোন অছাত্র-বহিরাগতদের ঢুকতে দেব না।'

মঙ্গলবার ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও বিশ্ববিদ্যালয় নেতৃবৃন্দের এক বৈঠক বেলা দেড়টায় মধুর ক্যান্টিনে অনুষ্ঠিত হয়।